দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

25 October 2016

বিসের আলোচনা

অভিবাসন সঙ্কট সমাধানে বিশ্ব ঐক্য প্রয়োজন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বিশ্ব জুড়েই চলছে অভিবাসন সঙ্কট। এই সমস্যার সমাধানে বিশ্ব ঐক্যের প্রয়োজন। অভিবাসীদের নিরাপদ রাখতে হলে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি অভিবাসীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে তারা যে কোন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হবেই। কারণ 'খাদ্য' একটি মৌলিক অধিকার। এই অধিকার থেকে যখনই কেউ বঞ্চিত হতে থাকবে তখনই তাকে অপরাধের দিকে নিয়ে যাবে। বিশ্বজুড়ে
(১৯ পৃষ্ঠা -- কঃ দেখুন)

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)
সমস্যাটি এখন জটিল আকার ধারণ করছে। সোমবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিস) উদ্যোগে 'মাইগ্রেশন্স এ্যান্ড সিকিউরিটি' শীর্ষক আলোচনা সভায় আলোচকরা এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হেলেকি রিপাবলিকের (গ্রীস) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি জেনারেল রাষ্ট্রদূত দিমিট্রিওস পারাসকেভোপোলাস। আলোচনায় অংশ নেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কামরুল আহসান, রামরুর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী ও বিআইআইএসএস'র উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিস মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আব্দুর রহমান। আলোচনা সভায় সমাপনী বক্তব্য রাখেন বিআইআইএসএসের বোর্ড অব গবর্নরসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ। অনুষ্ঠানে নির্ধারিত আলোচক ছাড়াও ঢাকায় বিদেশী দূতাবাসসমূহের প্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তা, অভিবাসী বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকবৃন্দ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত, সাবেক সচিব ও শিক্ষাবিদরা আলোচনায় অংশ নেন।

দিমিট্রিওস পারাসকেভোপোলাস বলেন, সারা পৃথিবীতেই অভিবাসী সমস্যা একটি বড় সমস্যা। এ সমস্যা রোধে দেশে দেশে পরনির্ভরশীলতা কমাতে হবে এবং যারা অভিবাসী হতে চায় তাদের জন্য বেশি করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া বিশ্বব্যাপী শাসন নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে তাদের কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করলে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অধরাই থেকে যাবে। এর সঙ্গে সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়াতে হবে তবেই এ সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে।

আলোচকরা বলেন, অভিবাসীদের নিরাপদ রাখতে না পারলে তারা অপরাধে জড়িয়ে পড়বে। খাদ্যের জন্য যে কোন অপরাধ করতে তারা পিছপা হবে না। এটা যে শুধু বিদেশী অভিবাসীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়। দেশের ভেতরেও মানুষ অভিবাসী হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ অন্য যে কোন উপায়ে মানুষ প্রতিনিয়ত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাচ্ছে জীবিকার সন্ধানে। জীবিকার জন্য দেশের ভেতরে অভিবাসীরাও অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে অনেক সময়। তাই অভিবাসীদের নিরাপদ রেখে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশ্লেষকদের মতে, অভিবাসনের সঙ্গে নিরাপত্তাহীনতার সম্পর্ক নেই বরং বেকারত্ব, ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের কারণেই, মানুষ অপরাধে লিপ্ত হয় আর তখনই তৈরি হয় নিরাপত্তা সঙ্কট। তবে আলোচকরা এও বলেছেন, যখন কোন দক্ষ মানুষ অভিবাসী হয়, তখন অভিবাসন গ্রহণকারী দেশ তাকে সাদরে গ্রহণ করে তবে অদক্ষদের বোঝা মনে করে। আর তখনই চলে আসে নিরাপত্তার প্রশ্ন যার কিছুটা ঠিক, কিছুটা অতিরঞ্জিত।

অধ্যাপক ড. তাসনিম ছিদ্দিকী বলেন, নিরাপদ অভিবাসন না হলে পৃথিবী জুড়েই ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। অভিবাসীরা যে কোনভাবেই অভিবাসী হোক না কেন তাদের নিরাপদ রাখতে হবে। নিরাপদ রাখতে হলে তাদের জন্য সুযোগ তৈরি করতে হবে। যদি তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ না দেয়া হয় তাহলে সিকিউরিটি সমস্যা তৈরি হবেই। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই করতে পারে। এখন সবার আগে নিরাপদ অভিবাসন তৈরি করতে হবে।

বিআইআইএসএসের সিনিয়র রিসার্স অফিসার আবু শাহ মোঃ ইউসুফ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে অভিবাসন সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন। দেশে সরকার অভিবাসন বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। পাচার করে কাউকে বিদেশে পাঠিয়ে দিলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। নিরাপদ অভিবাসনের জন্য একটি আধুনিক আইন পাস করা হয়েছে। কোন নাগরিককে অবৈধভাবে পাচার করা যাবে না। অবৈধভাবে অভিবাসন ঘটালে জেল জরিমানা থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

যুগান্তর

মঙ্গলবার ২৫ অক্টোবর ২০১৬ ● ১০ কার্তিক ১৪২৩

বিসের আলোচনায় গ্রিসের পররাষ্ট্র সচিব

অভিবাসনের সঙ্গে নিরাপত্তা ইস্যুর সংযোগ বিপজ্জনক

কূটনৈতিক রিপোর্টার

গ্রিসের পররাষ্ট্র সচিব দিমিট্রিওস পারাসকেভোপোলাস বলেছেন, অভিবাসনের সঙ্গে নিরাপত্তা ইস্যুর সংযোগ স্থাপন দুর্ভাগ্যজনক ও বিপজ্জনক। পশ্চিমা বিশ্বে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে এ দুই ইস্যুর মধ্যে যোগসূত্র খোঁজা হচ্ছে। অভিবাসনের কারণে সন্ত্রাসের ঘটনা এতটাই নগণ্য যে, তাকে নিয়ে নিরাপত্তা ইস্যু বানানোর কোনো যৌক্তিক কারণ নেই।

সোমবার রাজধানীতে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস (বিস) আয়োজিত এক আলোচনায় তিনি একথা বলেন। বিসের নিজস্ব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল অভিবাসন ও নিরাপত্তা। দিমিট্রিওস পারাসকেভোপোলাস এতে মূল

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিসের চেয়ারম্যান মুন্সী ফয়েজ আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আবদুর রহমান। গ্রিসের পররাষ্ট্র সচিব বলেন, যুদ্ধ, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রক্সি যুদ্ধ এবং সাংস্কৃতিক সংঘাতের ফলে বর্তমানে অভিবাসন নিয়ে সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারেনি। সামরিক হস্তক্ষেপ বরং উল্টো ফল বয়ে এনেছে। বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ বিশ্বের কোনো দেশে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। বরং তার ফলে অভিবাসন সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। স্থানীয় বাস্তব পরিস্থিতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিংবা সংঘাতরত কোনো একটি গ্রুপকে সমর্থন করে কেউ জয়ী হতে পারেনি। উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে তিনি বলেন, যুদ্ধের কারণ স্থানীয়ভাবে সমাধান করতে হবে।

25 October 2016

আমাদের সময়

বিআইআইএসএসের সেমিনারে বক্তারা

অভিবাসনের সঙ্গে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত 'মাইগ্রেশন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি' (অভিবাসন ও নিরাপত্তা) শীর্ষক আলোচনাসভায় গতকাল বক্তারা বলেছেন, অভিবাসনের সঙ্গে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই। অভিবাসন সমস্যা বিশ্বব্যাপী বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিলেও এ সমস্যা রোধ করতে দেশে-দেশে পরনির্ভরশীলতা কমাতে হবে। এবং যারা অভিবাসী হতে চান, তাদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ বিশ্বব্যাপী সুশাসনব্যবস্থা। যদি অভিবাসনপ্রত্যাশীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা না যায়, তবে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অধরাই থেকে যাবে বলে মনে করেন আলোচকরা। আলোচকরা আরও বলেন, এ অভিবাসনের সঙ্গে নিরাপত্তাহীনতার সম্পর্ক নেই; বরং বেকারত্ব, ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের কারণেই মানুষ অপরাধে লিপ্ত হয়। আর তখনই তৈরি হয় নিরাপত্তা সংকট। এ ছাড়া নির্ধারিত আলোচকরা ছাড়াও বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অভিবাসী বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন।

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল
দ্বিতীয় সংস্করণ www.samakal.net

25 October 2016

ঢাকায় পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠক

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে আগ্রহী গ্রিস

■ কূটনৈতিক প্রতিবেদক

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে আগ্রহী গ্রিস। গতকাল সোমবার পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হকের সঙ্গে বৈঠকে গ্রিসের পররাষ্ট্র সচিব দিমিত্রস পারাসকেভেপলোয়াস এ আগ্রহের কথা জানান। একই দিনে গ্রিসের পররাষ্ট্র সচিব পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বাংলাদেশে গ্রিসের দূতাবাস খোলার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় দুই পররাষ্ট্র সচিবের এ বৈঠকটি হয়। এটি বাংলাদেশ ও গ্রিসের মধ্যে দ্বিতীয় 'পলিটিক্যাল কনসালটেশন' বা রাজনৈতিক পরামর্শ বৈঠক। এর আগে ২০১০ সালে প্রথম 'পলিটিক্যাল কনসালটেশন' অনুষ্ঠিত হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক গত কয়েক বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার উদীয়মান অর্থনৈতিক হাব হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি নতুন বিকাশমান অর্থনীতিতে বাংলাদেশের কৃষি, অবকাঠামো এবং জাহাজ শিল্প খাতে বিনিয়োগের জন্য গ্রিসের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি পণ্য নেওয়ারও অনুরোধ জানান। এ সময় গ্রিসের পররাষ্ট্র সচিব বলেন, গ্রিস বাংলাদেশের অগ্রগতি উন্নয়নের বিষয়ে অবহিত। তারা বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও নিবিড় করতে আগ্রহী।

পরে গ্রিসের পররাষ্ট্র সচিব দিমিত্রস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বাংলাদেশ ও গ্রিসের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। এর আগে গতকাল সকালে দিমিত্রস বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিসে) একটি সেমিনারে অংশ নেন। সেখানে তিনি বাংলাদশকে দক্ষিণ এশিয়ার সম্ভাবনায় অর্থনীতির দেশ হিসেবে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধিসহ দু'দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের সম্পর্ক আরও বাড়বে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাবি পরিদর্শন

গ্রিসের পররাষ্ট্র সচিব দিমিএস প্যারাসকেভোপাউলোসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছে। এ সময় তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ভারতে নিযুক্ত গ্রিসের রাষ্ট্রদূত পানোস ক্যালোজেরোপাওলোস এবং ডেপুটি চিফ অব মিশন আলিকি কাউতসুমিতোপাউলো, গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. জসীম উদ্দীনসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধি দলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রিসের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন তারা। তারা দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

NEWAGE

The outspoken daily ▪ www.newagebd.net ▪ Dhaka, Tuesday, October 25, 2016, Kartik 10, 1423 BS ▪

25 October 2016

Migration caused by extremism should be seen with holistic approach: speakers

Staff Correspondent

MIGRATION caused by instabilities should be dealt with a holistic approach, because recent migration was a result of extremism and insecurity at home countries, speakers said at a seminar in Dhaka, on Monday.

They said migration is not mere movement of people rather it is an exchange of skills, ideas, business and investment.

Security of the host countries is not a concern in case of migration of highly skilled persons. Instead, there is an intense competition among the developed countries to lure the efficient workforce, said professor Tasneem Siddiqui, also the chairperson of Refugee and Migratory Movements Research Unit, a not-for profit organisation.

She said skilled people not only make significant contributions to home economy but also they enrich the host countries in various ways.

The developed countries attract highly skilled people from around the developing world, such as, India, Bangladesh, Pakistan and Nepal, said Tasneem, also a teacher at the Department of Political Science, University of Dhaka.

The professor was addressing a seminar on 'Migration and Security' organised by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies in the city.

Apart from Tasneem, Greece foreign ministry secretary general Dimitrios Paraskevopoulos, BIISS chairman Munshi Faiz Ahmed and its director general Major General A K M Abdur Rahman and additional foreign secretary Kamrul Ahsan, also spoke.

Dimitrios put emphasis on extremism in some countries that causes socio-political instability there, forcing hundreds of millions of people to choose a risky path of migration.

Cultural confrontations, unemployment, famine, desertification, civil wars, religious and other conventional clashes, proxy wars, were the other reasons behind instabilities, he said.

The Greek diplomat argued that the traditional approach of direct and indirect military interventions had failed evidently to address the reasons of instabilities in many countries and, instead, those policies deteriorated the situations.

Kamrul Ahsan said, the only way to prevent further destabilization and restore security is an effective cooperation to ensure that the countries facing instability might move steadily toward sustainable developments.

'We have to be cautious while considering the linkage between migration and security because more often they are not related,' said Munshi Faiz Ahmed.

The Financial Express
www.thefinancialexpress-bd.com

25 October 2016

Migration challenges remain unaddressed

Experts tell BIISS discussion

FE Report

Migration experts at a discussion meeting on Monday called for ensuring mutual respect, trust and confidence among manpower importers and exporters.

They also said challenges of migration are not being addressed properly. These should be ensured at every level of a country.

The Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organised the discussion on 'Migration and security' at its auditorium in the city.

The programme was moderated by Munshi Fiaz Ahmed, chairman, the board of governors of the BIISS while AKM Abdur Rahman, director general of the institute delivered the welcome address.

Kamrul Ahsan, additional foreign secretary, Tasneem Siddiqui, chair of Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), Abu Salah Yousuf, senior research fellow of the BIISS were the panel discussants at the programme.

Dimitrios Paraskevopoulos, secretary general of the ministry of foreign affairs of Hellenic Republic (Greece) was the guest speaker at the event.

He said Greece reaffirmed its commitment to ensure full and effective implementation of the relevant political declaration and stressed its engagement in the upcoming negotiations for a Global Compact for Migration to be concluded by 2018.

"We believe that this framework is essential in order to achieve tangible results with regard to return of persons not in need of international protection," he said.

Mr Kamrul Hasan said security of migrants is being hampered worldwide following violation of rights, extremism and social unrest.

"In terms of effective, efficient and coherence global migration governance, we should enhance and strengthen mutual respect, trust and confident," he said.

He also said Bangladesh has made progress in mainstreaming migration into development agenda.

The country has included migration in the Seventh Five Year Plan, he said adding Bangladesh has taken a zero tolerance policy against human trafficking issue.

arafat_ara@hotmail.com

theindependent

25 October 2016

Migrants' link with terrorism 'negligible'

DIPLOMATIC CORRESPONDENT

The link between migration and terrorism is negligible and it is not proper to demonise migrated people by associated them with security, Secretary General (Foreign Secretary) of the Foreign Ministry of Greece Ambassador Dimitrios Paraskevopoulous said yesterday.

"Greece has received about 1.2 million migrants and there is a database of them. Much less than 100 migrants may have some sort of connection with terrorism," he said while presenting the keynote address at a talk on 'Migration and Security' organised by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) at its auditorium.

The Greek official said there are some countries where politicians are trying to take advantage of the ongoing crises regarding migration in Europe and as a frontline state Greece is opposed to it.

The intervention from outside in another country makes things even worse, he said

> "GREECE HAS RECEIVED ABOUT 1.2 MILLION MIGRANTS AND THERE IS A DATABASE OF THEM. LESS THAN 100 MIGRANTS MAY HAVE SOME SORT OF CONNECTION WITH TERRORISM"
>
> DIMITRIOS PARASKEVOPOULOUS
> FOREIGN SECRETARY OF GREECE

without mentioning any name. Three panel discussants – Additional Foreign Secretary Kamrul Ahsan, Professor Dr Tasneem Siddiqui of Department of Political Science at University of Dhaka and BIISS Senior Research Fellow Abu Salah Md. Yousuf – spoke in details about the issue.

BIISS Director General Major General AKM Abdur Rahman delivered the address of welcome while BIISS Ambassador Munshi Faiz Ahmad wrapped up the session with his concluding remarks.

Representatives from different ministries, embassies and international and national organisations, migration experts, media and academia participated in the open discussion and expressed their opinions, observations, questions and suggestions on the issue of migration and security.

Ambassador to Greece Jashim Uddin and Greek Ambassador to India Panagiotis Kalogeropoulous, who also covers Bangladesh, were also present on the occasion.